सत्यमेव जयते

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

NAAC পুনঃ মূল্যায়িত (2015) A - গ্রেড প্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (CGPA-3.17)

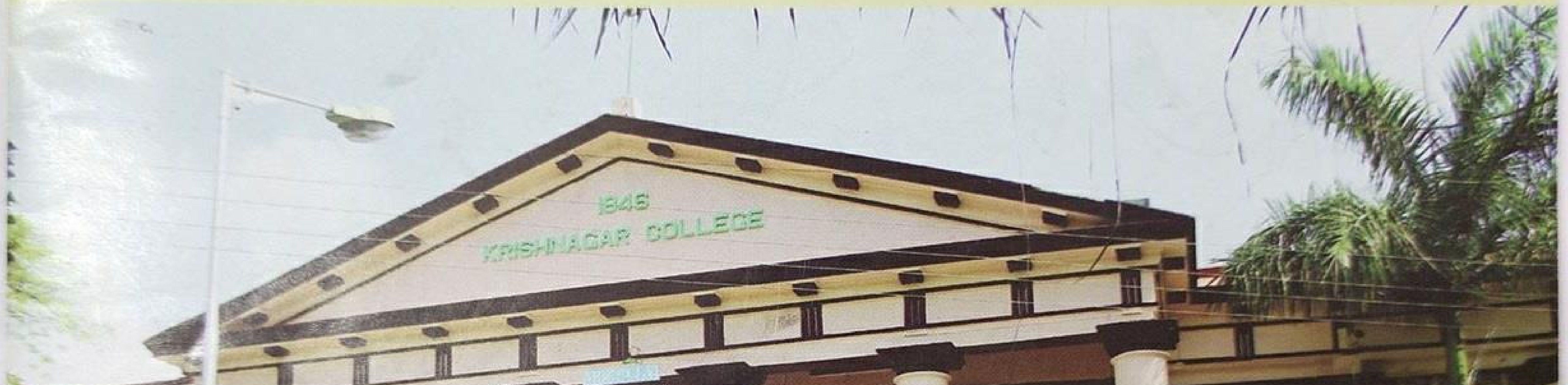

তথ্যপুস্তিকা - ২০১৫

উদ্বোধন - ২৮শে নভেম্বর ১৮৪৫

ডাকঘর- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড- ৭৪১১০১

ফোন ঃ কার্য্যালয় (০৩৪৭২) ২৫২৮৬৩ ● অধ্যক্ষা (০৩৪৭২) ২৫২৮১০ (ফ্যাক্স)

ই-মেল ঃ kgcollege1846@gmail.com ● ওয়েবসাইট ঠিকানা ঃ krishnagargovtcollege.org

Principal and NAAC Peer Team

Exit Meeting with NAAC Peer Team

Students and NAAC Peer Team

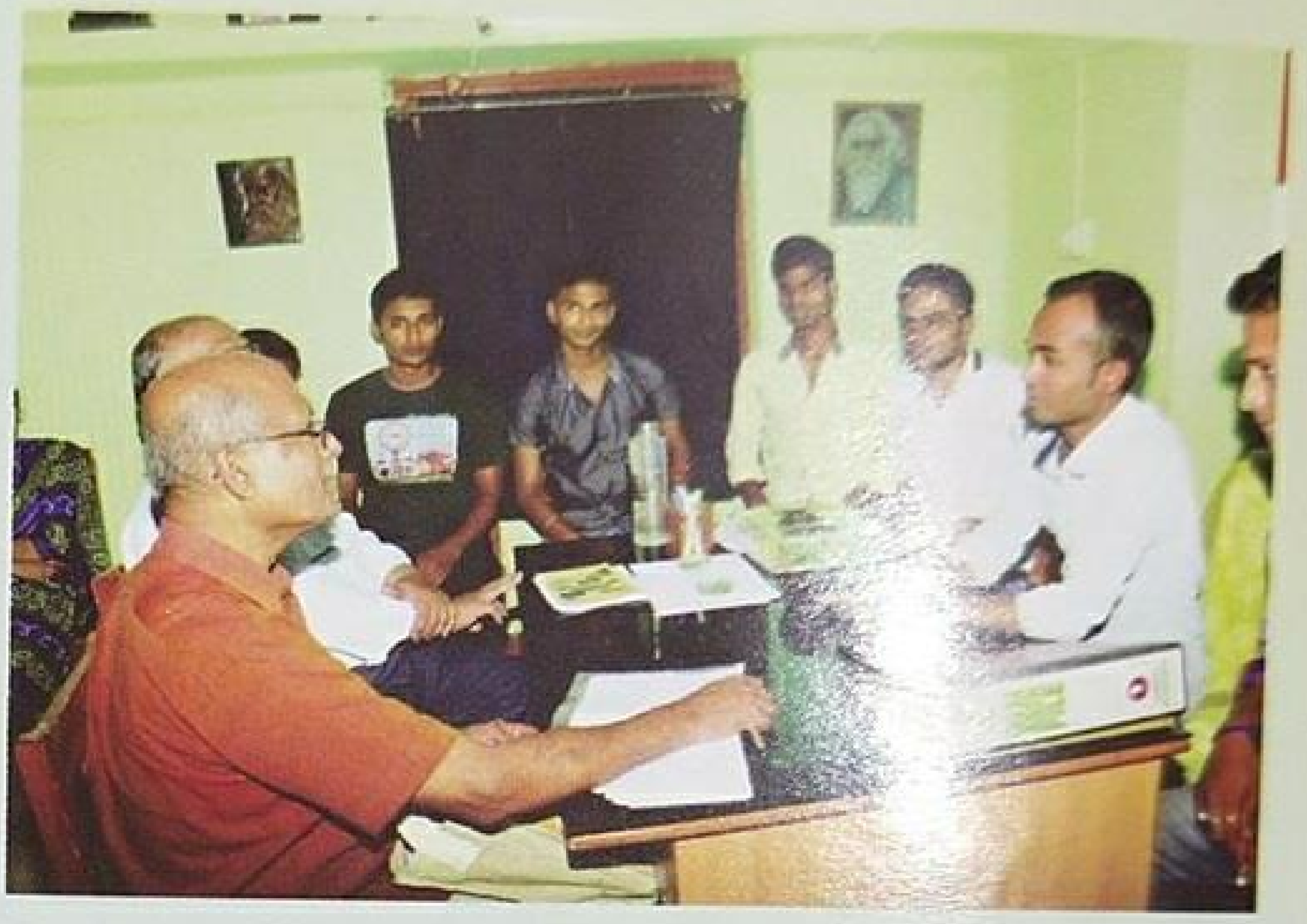

Student Union and NAAC Peer Team

NAAC Peer Team with IQAC in Conference Room

NAAC Peer Team at lunch in the institution

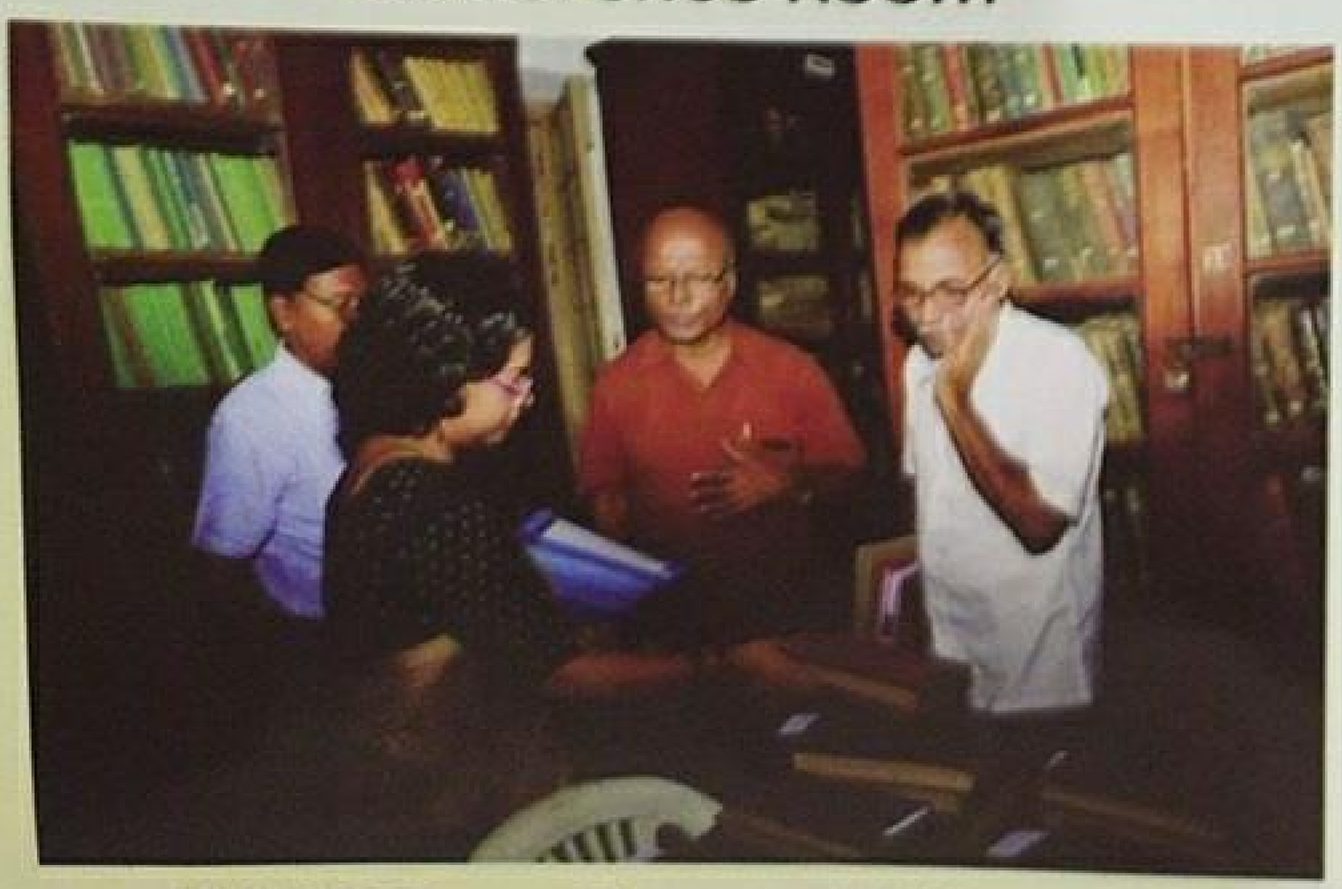

NAAC Peer Team visiting the Central Library

Language Laboratory

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

NAAC পুনঃ মূল্যায়িত (2015) A-গ্রেড প্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (CGPA-3.17)

(কলেজ উইথ পোটেনশিয়াল ফর এক্সেসেলেন্স)

কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতি অনুসারে। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত মেকলের প্রস্তাবে জনশিক্ষার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষায় বেশি গুরুত্বের কথা বলা হয়েছিল। মেকলের ভাষায়– সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সর্বসাধারণের শিক্ষাদান আমাদের পক্ষে অসম্ভব এক কাজ। বরঞ্চ সর্বান্তঃকরণে আমরা এমন একটি বিশেষ শ্রেণি গড়ে তুলব যারা এ দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান ব্রিটিশরাজের প্রশাসন রূপায়ণে সহায়তা করবেন। এই বিশেষ শ্রেণিটি গাত্রবর্ণে ও রক্তে ভারতীয় হলেও রুচি মানসিকতা রীতিনীতি ও মননে হবেন সম্পূর্ণ ইংরেজ।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষার প্রয়োজনও বেশ অনুভূত হচ্ছিলো। ফলে ১৯৩২ সালে নারী ও পুরুষ সকলের জন্য এই কলেজে উচ্চশিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বর্তমানে নারী-পুরুষ, জাতি-বর্ণ-ধর্ম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে আরও বেশি পরিমাণ লোকের মধ্যে উন্নত মানের উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। মফসসল শহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল বেষ্টিত এই কলেজ সমগ্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে তার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সর্বজনীন দায়িত্ববোধের সম্প্রসারণও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণনগর কলেজের শুভ উদ্বোধন ঘটে ১৮৪৫ সালের ২৮নভেম্বর। এখানকার হাতারপাড়ার এক ভাড়াবাড়িতে। তৎকালীন বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৬ সালের ১জানুয়ারি এই কলেজের অনুমোদন দেন। অব্যবহিত সময়ে নদীয়ার মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় ও মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী কলেজের শতাধিক বিঘা জমি দান করলে স্থানীয় শিক্ষাহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত বর্তমান প্রাসাদোপম ভবনে ভাড়াবাড়ি ছেড়ে স্থায়িভাবে কলেজ উঠে আসে ১৮৫৬ সালের ১জুন।

১৬৬ বৎসর পূর্বে যাত্রা শুরু করে এই মহাবিদ্যালয় অনেক সামাজিক উত্থান-পতন রাজনৈতিক বোঝাপড়া আন্তর্জাতিক সভ্যতার আদানপ্রদান ইত্যাদির সাক্ষী হয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করে চলেছে। রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিঞ্চিৎ দূরে শহরের এক প্রান্তে নগরজীবনের কোলাহল ও দূষণমুক্ত শান্ত পরিবেশে বিপুলায়তন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সারস্বত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার এক আদর্শ প্রাঙ্গন। একদিকে একাধিক সুবিশাল খেলাধূলার মাঠ অন্যদিকে দুটি বিরাট ছাত্রবাস বহুবিচিত্র ছায়াসুনিবিড় বৃক্ষরাজি সম্মুখের মনোরম উদ্যান এবং পুরাতন ও নতুন ভবনগুলির গথিক ও আধুনিক স্থাপত্যে এই মহাবিদ্যায়তনের অনন্য বৈশিষ্ট্য চিরভাস্বর।

এই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন বিশিষ্ট শেক্সপিয়র বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মিঃ রকফোর্ট, স্যার রোপার লেথব্রিজ, রায়বাহাদুর জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী, সতীশচন্দ্র দে , আর. এন. গিলক্রিস্ট প্রমুখ যশস্বী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

এখানকার খ্যাতিমান অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে বাবু রামতনু লাহিড়ী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, আবদুল হাই, ক্ষুদিরাম দাস, হরেন্দ্রচন্দ্র পাল প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার কীর্তিমান ও বিশ্রুত ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞানমনস্ক সমাজবিপ্লবী অক্ষয়কুমার দত্ত , সংস্কৃত-পালি-বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যবিশেষজ্ঞ সতীশ চন্দ্র আচার্য, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, চারণকবি ও সাংবাদিক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, ভূতত্ত্ববিদ ও টাটা লৌহ-ইস্পাত কারখানার রূপকার প্রমথনাথ বসু, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধকার জগদানন্দ রায়, দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, লোকায়ত দর্শনের প্রধান প্রবক্তা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিযুগের বীরবিপ্লবী হেমন্তকুমার সরকার, অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক–গবেষক সুধীর চক্রবর্তী, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়, বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রনায়ক অনিল বিশ্বাস, ওলিম্পিক ফুটবল খেলোয়াড় সুভাষ সর্বাধিকারী, এবং ২০১০ সালের মে মাসে এভারেস্ট জয়ী পর্বতারোহী বসন্ত সিংহ রায় প্রমুখ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

১৯৯৯ সাল থেকে এই কলেজ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ২০০২ সাল থেকে এখানে দর্শন ও ভূগোল, ২০০৮ সালে বাংলায় এবং ২০১০ সাল থেকে প্রাণিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শ্রেণির পঠনপাঠন চালু হয়েছে।

যে সকল শ্রেণির পঠন-পাঠন হয় ঃ

১) কলা সাম্মানিক (বি.এ. অনার্স) ঃ ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

২) বিজ্ঞান সাম্মানিক (বি. এসসি. অনার্স) ঃ পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থনীতি।

৩) কলা সাধারণ (বি. এ. - জেনারেল) ঃ ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি।

৪) বিজ্ঞান সাধারণ (বি. এসসি. জেনারেল - পিওর) ঃ পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, রাশিবিজ্ঞান।

৫) বিজ্ঞান সাধারণ (বি. এসসি. জেনারেল - বায়ো) ঃ প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, রসায়ন।

৬) স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ঃ দর্শন, বাংলা।

৭) স্নাতকোত্তর (এম.এসসি.) ঃ ভূগোল, প্রাণিবিজ্ঞান।

যে সকল বিষয় পড়ানো হয় ঃ

১) **বি. এ. অনার্স শ্রেণির পঠনীয় ঃ**

অনার্স বিষয়	**ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন দুটি নির্বাচন করতে হবে)**
বাংলা	দর্শন অথবা অর্থনীতি • ইংরেজি অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান • ইতিহাস
ইংরেজি	বাংলা • দর্শন অথবা অর্থনীতি • ইতিহাস
সংস্কৃত	বাংলা • ইতিহাস • দর্শন অথবা অর্থনীতি
দর্শন	বাংলা • ইংরেজি অথবা সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান • ইতিহাস
ইতিহাস	বাংলা • ইংরেজি অথবা সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান • অর্থনীতি অথবা দর্শন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	বাংলা • ইংরেজি অথবা সংস্কৃত • ইতিহাস • অর্থনীতি অথবা দর্শন

২) **বি. এ. জেনারেল শ্রেণির পঠনীয় ঃ উল্লিখিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন তিনটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে।**

ক) ইংরেজি অথবা সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান খ) অর্থনীতি অথবা দর্শন, গ) বাংলা ঘ) ইতিহাস

৩) **বি. এসসি. অনার্স শ্রেণির পঠনীয় ঃ**

অনার্স বিষয়	**ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন দুটি নির্বাচন করতে হবে)**
পদার্থবিজ্ঞান	গণিত • রসায়ন • রাশিবিজ্ঞান
রসায়ন	গণিত • পদার্থবিজ্ঞান
গণিত	পদার্থবিজ্ঞান • রসায়ন • রাশিবিজ্ঞান
প্রাণিবিজ্ঞান	উদ্ভিদবিজ্ঞান • রসায়ন • শারীরবিজ্ঞান
উদ্ভিদবিজ্ঞান	শারীরবিজ্ঞান • রসায়ন •প্রাণীবিজ্ঞান
শারীরবিজ্ঞান	প্রাণীবিজ্ঞান • রসায়ন • উদ্ভিদবিজ্ঞান
ভূগোল	গণিত • রাশিবিজ্ঞান • রাষ্ট্রবিজ্ঞান • অর্থনীতি
অর্থনীতি	গণিত • রাশিবিজ্ঞান অথবা ইংরেজি • সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান

৪) **বি. এসসি. জেনারেল শ্রেণির পঠনীয় ঃ উল্লিখিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটি গুচ্ছ নির্বাচন করতে হবে।**

ক) পিওর সায়েন্স - গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বা রাশিবিজ্ঞান ।

খ) বায়ো সায়েন্স - প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, রসায়ন (যে কোন তিনটি বিষয়)।

প্রথম বর্ষ সাম্মানিক ও সাধারণ বিষয়ে ভর্তির ন্যূনতম মাপকাঠি ও বিধিনিষেধ ঃ

১। একজন আবেদনকারী কোন সাম্মানিক বিষয়ে ভর্তি হতে চাইলে তাকে নম্বরের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হবে।

১.১ পূর্ববর্তী পরীক্ষায় মোট নম্বর ন্যূনতম ৪৫% এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সম্পর্কিত বিষয়ে ৫৫% পেতে হবে।

- অথবা -

১.২ পূর্ববর্তী পরীক্ষায় মোট নম্বর ন্যূনতম ৫০% এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সম্পর্কিত বিষয়ে ৪৫% পেতে হবে।

- অথবা -

১.৩ যেখানে আবেদনকারী পূর্ববর্তী পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয় বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেনি, সেখানে মোট নম্বর ৫৫% পেতে হবে।

১.৪ তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য উপরিউক্ত ক্ষেত্রে ৫% করে ছাড় থাকবে।

২। একজন আবেদনকারীকে বি.এ সাধারণ বিষয়ে ভর্তি হতে হলে পূর্ববর্তী পরীক্ষায় সর্বোচ্চ পাঁচটি বিষয়ে নম্বরের ৪০% এবং বি.এস.সি সাধারণ কোর্সে ভর্তি হতে হলে সর্ব্বোচ্চ পাঁচটি বিষয়ে নম্বরের ৪৫% নম্বর পেতে হবে। তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলেই হবে।

৩। অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয় হল গণিত, রাশিবিজ্ঞান, বানিজ্যিক অর্থনীতি এবং বানিজ্যিক গণিত।

৪। দর্শনের সম্পর্কিত বিষয় হল মনোবিজ্ঞান।

৫। সাম্মানিক বিষয় রসায়ণ হলে পূর্ববর্তী পরীক্ষায় রসায়ণ, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৬। গণিত সাম্মাণিক বা সাধারণ বিষয় হিসাবে নিতে হলে পূবর্তী পরীক্ষায় গণিতে পাশ করতে হবে।

৭। পদার্থবিজ্ঞান সাম্মাণিক বা সাধারণ বিষয় হিসাবে নিতে হলে পূর্ববর্তী পরীক্ষায় গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানে পাশ করতে হবে।

৮। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যা সাম্মাণিক বা সাধারণ বিষয় হিসাবে নিতে হলে পূর্বতন পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে পাশকরতে হবে।

৯। প্রত্যেক আবেদনকারীকে পূর্ববর্তী পরীক্ষায় ইংরেজিতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে।

স্পোর্টস কোটা (সংরক্ষিত আসন সংখ্যা)

১। প্রত্যেক বি.এ/বি.এস.সি সাম্মাণিক বিষয়ে একটি করে আসন স্পোর্টস কোটায় সংরক্ষিত থাকবে।

২। বি.এ এবং বি.এস.সি সাধারণ কোর্সে আলাদাভাবে ৫% করে আসন (দুটি আসনের বেশি নয়) স্পোর্টস কোটায় সংরক্ষিত থাকবে।

যোগ্য খেলা

পুরুষের জন্য - অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাসটিক, হ্যান্ডবল, হকি, কবাডি, খো-খো, টেবিল টেনিস, ভলিবল।

মহিলাদের জন্য - অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, জিমন্যাসটিক, হ্যান্ডবল, হকি, কবাডি, খো-খো, টেবিল টেনিস, ভলিবল।

যোগ্যতার মাপকাঠি

১। আবেদন কারীর অবশ্যই আন্তঃ বিদ্যালয়ের (Inter University) স্পোর্টস এবং গেমসে অন্তত দুই বৎসর খেলার যোগ্যতা থাকতে হবে।

২। আবেদনকারীকে অবশ্যই আন্তঃ জেলাবিদ্যালয় বা রাজ্য আন্তঃবিদ্যালয় বা রাজ্য জুনিয়র বা আন্তঃজেলা মুক্ত প্রতিযোগিতা বা রাজ্যস্তর মুক্ত প্রতিযোগিতা বা কলকাতা প্রথম ডিভিশন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩। একমাত্র রাজ্যস্তরের সংগঠন, শারীরশিক্ষণের জেলা অফিসার DSA বা DSSA -এর দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্রই গৃহীত হবে।

২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে আসন সংখ্যা ঃ

কলা সাম্মানিক (বি.এ.অনার্স)

বাংলা	ইংরেজি	সংস্কৃত	ইতিহাস	দর্শন	রাষ্ট্রবিজ্ঞান
৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৬৭

বিজ্ঞান সাম্মানিক (বি.এসসি. অনার্স)

গণিত	অর্থনীতি	ভূগোল	পদার্থবিজ্ঞান	রসায়ন	প্রাণিবিজ্ঞান	উদ্ভিদবিজ্ঞান	শারীরবিজ্ঞান
৭৫	৬৭	৫৮	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪০

বি.এ ও বি.এসসি জেনারেল কোর্স

কলা	বিজ্ঞান (পিওর)	বিজ্ঞান (বায়ো)
১৬০	৩৯	৩৯

এম. এ / এম.এসসি

দর্শন	বাংলা	ভূগোল	প্রাণিবিজ্ঞান
৬৮	৭৮	৩৮	২৭

সরকারী নির্দেশে পরিবর্তিত হতে পারে।

তফশিলি সম্প্রদায় / তফশিলি আদিবাসী / প্রতিবন্ধী ও পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ব্যতীত সমপর্যায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী নিম্নলিখিত হারে আসন সংরক্ষণ থাকবে ঃ

তফশিলি জাতি	তফশিলি উপজাতি	প্রতিবন্ধী	OBC-A	OBC- B
২২%	০৬%	০৩%	—	—

বিঃ দ্রঃ- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশানুযায়ী OBC-A এবং OBC-B এর আকনগুলি পর্যায়ক্রমে ছয় বছরের মধ্যে সংরক্ষিত হবে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে খেলাধূলায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে।

লেনদেন ঃ প্রথম ভর্তির সময় দেয় বেতনাদি নিম্নপ্রকার ঃ (সরকারি নির্দেশে বিভিন্ন খাতে দেয় এই অর্থের পরিমাণ সময় বিশেষে পরিবর্তিত হতে পারে)

Head of fees	B.A.(Gen.) Rs.	B.A. (Hons.) Rs.	B.Sc.(Gen.) Rs.	B.Sc. (Hons.) Rs.
(Govt.)				
Tution fees (Govt.)	50	75	85	110
Admission fees	50	75	85	110
Examination Charge	01	01	01	01
Laboratory Deposit	-	-	15	25
Library Deposit	05	05	05	05
(Non Govt.)				
Session Charge	100	100	100	100
University Sports fees & Center fees	50	50	50	50
Registration fees	100	100	100	100
Cost of Reg. Form	10	10	10	10
Development fees	50	50	50	50
Miscellaneous fees	20	20	20	20
Students Health Home	10	10	10	10

বিঃ দ্রঃ- উপরোক্ত দেয় প্রয়োজনে পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত হতে পারে।

ফি জমার নিয়মবিধি ঃ

১। যাবতীয় ফি মহাবিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।

২। বিজ্ঞাপিত তারিখ ও সময় অনুসারে ফি গ্রহণ করা হয়।

৩। চলতি মাসে বেতন দিতে না পারলে ছাত্রছাত্রীরা পরের মাসে ঐ বেতন দিতে পারবে। পরপর দুমাস বেতন না দিলে নাম কাটা যাবে।

স্নাতক স্তরের নম্বরভিত্তিক পাঠ্যসূচি ঃ

বি. এ. অথবা বি. এসসি. জেনারেল (পাঠক্রম ঃ তিন বছর)

বিষয়	পার্ট - ১	পার্ট - ২	পার্ট - ৩	মোট নম্বর
প্রথম ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	১০০	৪০০
দ্বিতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	১০০	৪০০
তৃতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	১০০	৪০০
আবশ্যিক বাংলা / Alternative English.	৫০	—	—	৫০
আবশ্যিক ইংরেজি	৫০	—	—	৫০
পরিবেশ বিজ্ঞান	১০০	—	—	১০০
মোট নম্বর	৫০০	৬০০	৩০০	১৪০০

খ) বি. এ. অথবা বি. এসসি. অনার্স (পাঠক্রম ঃ তিন বছর)

বিষয়	পার্ট - ১	পার্ট - ২	পার্ট - ৩	মোট নম্বর
অনার্সের বিষয়	২০০	২০০	৪০০	৮০০
প্রথম ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	—	৩০০
দ্বিতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	—	৩০০
আবশ্যিক বাংলা / Alternative English.	৫০	—	—	৫০
আবশ্যিক ইংরেজি	৫০	—	—	৫০
পরিবেশ বিজ্ঞান	১০০	—	—	১০০
মোট নম্বর	৬০০	৬০০	৪০০	১৬০০

স্নাতকোত্তর স্তরের নম্বরভিত্তিক পাঠ্যসূচি ঃ
এম.এ অথবা এম.এসসি (পাঠক্রম ঃ দু'বছর – চারটি সেমিস্টার)

এম. এ.	২০০	২০০	২০০	২০০	৮০০
এম. এসসি.	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	১২০০

সাধারণ জ্ঞাতব্য ঃ

বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগ

১। যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে (স্টুডেন্টস্ সেকসন) যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

২। ছাত্রছাত্রীদের যে সকল দরখাস্ত অধ্যক্ষ মারফত অন্যত্র প্রেরণ করতে হবে সেগুলির প্রতিটির দুটি করে প্রতিলিপি বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে (স্টুডেন্টস্ সেকসন) জমা দিতে হবে। ঐ দরখাস্ত যথাস্থানে প্রেরণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত তিনদিন পূর্বে জমা দিতে হবে।

৩। অধ্যক্ষের প্রয়োজনীয় স্বাক্ষরের জন্য ছাত্রছাত্রীদের দরখাস্ত, ফর্ম বা অন্যান্য কাগজপত্র বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে জমা দিতে হবে।

ভর্তি ও পঠনপাঠন ঃ

১। ভর্তির সময় পূর্বতন পরীক্ষার মার্কশিটের একটি প্রত্যয়িত প্রতিলিপি (অ্যাটেস্টেড কপি) অবশ্যই জমা দিতে হবে এবং নামের বানান মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিটের সঙ্গে একই হতে হবে।

২। পাঠ্য বিষয় পরিবর্তনের জন্য (অর্থাৎ একটি জেনারেল বিষয় থেকে অন্য জেনারেল বিষয়ে) বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। 'রেজিস্ট্রেশন ফর্ম' পূরণ হয়ে যাবার পর কোনো বিষয় পরিবর্তন বিবেচনা করা হবে না।

৩। অনার্সের কোনো ছাত্রছাত্রী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনিবার্য কারণে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলে মহাবিদ্যালয় অনুমোদিত বিষয়গুলি নিয়ে জেনারেল কোর্সে পড়বার জন্য আবেদন জানাতে পারে।

৪। প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণ করতে হবে। ভূগোল অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের দুটি আবশ্যিক ক্ষেত্রসমীক্ষায় (ফিল্ড সার্ভে) অংশগ্রহণ করতে হবে। নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত, ভ্রমণ ও ক্ষেত্রসমীক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকের সম্মতিপত্র অগ্রিম জমা দিতে হবে।

৫। এম.এ ও এম.এসসি. ক্লাসে ভর্তির জন্য জ্ঞাতব্য তথ্য মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে জানানো হয়।

নিয়মশৃঙ্খলা ঃ

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশের কালসীমা অবধি শিক্ষার্থীদের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হিসাবে গণ্য করা হবে।

২। বিভিন্ন সময় মহাবিদ্যালয়ের ঘোষিত নিয়ম ও নির্দেশাবলি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে মেনে চলতে হবে।

৩। ছাত্রছাত্রীদের মহাবিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র (আইডেনটিটি কার্ড) সংগ্রহ করা এবং মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা একান্ত আবশ্যক।

৪। মহাবিদ্যালয়ের বারান্দা, শ্রেণিকক্ষ ও পরীক্ষা হলের নিকট ঘোরাঘুরি ও গল্পগুজব করা নিষিদ্ধ।

৫। শারীরশিক্ষণ বিভাগের সংগঠিত সকল খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় সকলের যোগদান বাঞ্ছনীয়।

৬। সন্তোষজনক কারণ ব্যতিরেকে টিউটোরিয়াল ক্লাসে উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

৭। মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কোন ছাত্রছাত্রীর অনুপস্থিতি শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে। যারা এক বা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হবে সেই পরীক্ষা শেষ হবার পূর্বেই তাদের অধ্যক্ষের নিকট অনুপস্থিতির কারণের প্রমাণসহ অভিভাবকের প্রতিস্বাক্ষর (কাউন্টারসাইনড্) সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করতে হবে।

৮। মহাবিদ্যালয়ে অবিভাবক - শিক্ষক সংসদ আছে। এই সংসদের আহূত সভায় অভিভাবকের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

৯। ছাত্রছাত্রী- অভিভাবকদের বিভিন্ন অভিযোগ বিচার-বিবেচনা ও প্রতিকারের জন্য রয়েছে Grievance Redressal Cell

১০। কলেজে র‍্যাগিং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। র‍্যাগিংএ কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে আইন অনুযায়ী তার বিচার ও সাজা হবে। প্রসঙ্গত ভর্তির সময় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবককে এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত অঙ্গীকার পত্র জমা দিতে হবে। নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে অ্যাফিডেভিট ফর্ম পূরণ করতে হবে। www.amanmovement.org OR www.antiragging.in

১১। **কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবিষয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি প্রয়োজন। প্রতি বিষয়ে অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ ক্লাস করলে নন-কলেজিয়েট ফি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া যায়। প্রতি বিষয়ে শতকরা ৬০ ভাগের কম ক্লাস করলে ডিসকলেজিয়েট হওয়ায় ঐ চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়া যায় না। শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কারণ দেখালেও ক্লাসে যোগদান সম্পর্কে প্রচলিত নিয়ম শিথিল করা হয় না।**

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগার ঃ

১। ছাত্রছাত্রীদের আইডেনটিটি কার্ড ও ভর্তির রসিদ দেখিয়ে গ্রন্থাগারের কার্ড করতে হবে।

২। ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগার কার্ড দেখিয়ে গ্রন্থাগার থেকে শিক্ষাবর্ষের সূচনা থেকে বই নিতে পারবে।

৩। আইডেনটিটি কার্ড অথবা রিডার'স টিকিট দেখিয়ে শুধু গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে বসে পড়বার জন্য বই নিতে পারবে।

৪। বাড়িতে বই নিয়ে গেলে তা গ্রহণের তারিখের ১৫দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় জরিমানা দিতে হবে। সেমিনার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সমস্ত বই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফর্ম পূরণের পূর্বে যথাস্থানে ফেরত দিতে হবে।

৫। গ্রন্থাগার কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং শিক্ষাবর্ষের শেষে ঐ কার্ড ফেরত দিতে হবে।

৬। পাঠকক্ষের বই বা পত্রপত্রিকা সেইদিনই ফেরত দিতে হবে।

৭। পাঠকক্ষে নীরবতা অবশ্যই পালনীয়।

৮। গ্রন্থাগার থেকে বাড়িতে বই নিয়ে গেলে বই অক্ষত আছে কিনা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা করে নিতে হবে। কোন বই নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে ছাত্রছাত্রীকে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কলেজে উচ্চতর গবেষণামূলক পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে। ইতিহাস, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে গবেষণামূলক কার্যাবলী ঃ-

কলেজে উচ্চতর গবেষণামূলক কার্যাদি বিভিন্ন বিভাগে প্রচলিত আছে। বর্তমানে বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রসায়ন প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে গবেষণামূলক কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে।

পরিপূরক শিক্ষাব্যবস্থা (রেমিডিয়াল কোচিং) ঃ-

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী আয়োগের অনুমোদনক্রমে তপশীলি জাতি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পরিপূরক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে।

চাকরির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি ঃ- (এন্ট্রি ইন সার্ভিস্)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী আয়োগের ব্যবস্থাপনায় কলেজে যে কোন স্তরের চাকরির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ছাত্রাবাস ঃ

১। ছাত্রাবাসে এককালীন এক বৎসরের জন্য ভর্তি করা হয়।

২। মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন দুটি ছাত্রাবাস আছে।

প্রথমটি পুরাতন হিন্দু ছাত্রাবাস	-	আসন সংখ্যা ৬০
অপরটি নতুন হিন্দু ছাত্রাবাস	-	আসন সংখ্যা ৪০

৩। ছাত্রাবাসের মাসিক ব্যয় ঃ

মেস চার্জ বাবদ (আনুমানিক)	-	৪০০ টাকা
এসটাব্লিশমেন্ট চার্জ	-	৩০ টাকা
আসন কর	-	২ টাকা
বিশ্রামাগার	-	৫ টাকা

৪। ছাত্রাবাসে প্রবেশের সময় ভর্তির ফি ৫০ টাকা, আসবাবপত্র বাবদ বৎসরে ৫০ টাকা এবং ছাত্রাবাসে মাসিক ব্যয় বাবদ ফেরতযোগ্য ৪০০ টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া জামানত বাবদ ১০০ টাকা জমা রাখতে হবে। ছাত্রাবাস ত্যাগ করার তিন বৎসরের মধ্যে ছাত্রাবাসের সুপারের নিকট দরখাস্ত করলে এই টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়।

৫। আসন কর ও অন্যান্য মাসিক খরচ জুন মাস থেকে দিতে হয়। ছাত্রাবাসে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসের সুপারের নিকট পৃথকভাবে দরখাস্ত দিতে হবে।

৬। দরখাস্তের সঙ্গে সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের একটি ছবি, সাধারণ স্বাস্থ্য ও সংক্রামক রোগব্যাধি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ সম্বলিত চিকিৎসার প্রমাণপত্র, পূর্বতন পরীক্ষার মার্কশিটের একটি প্রত্যয়িত প্রতিলিপি, পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের একটি শংসাপত্র এবং অঞ্চলপ্রধান, পুরপিতা কিংবা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অভিভাবকের ঠিকানা ও মাসিক আয়ের একটি প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।

৭। ভর্তির সময় ছাত্র ও অভিভাবকের উপস্থিতি আবশ্যক।

৮। বাৎসরিক ইউনিট টেস্ট শেষ হবার পর ছাত্রাবাসে থাকতে হলে অভিভাবকের সম্মতিজ্ঞাপক পত্র দাখিল করতে হবে।

৯। অন্যান্য বিষয় ছাত্রাবাসের সুপারের নিকট জ্ঞাতব্য।

খেলার মাঠ

কলেজে একাধিক সুবিশাল খেলার মাঠ রয়েছে।

বৃত্তি ও সাহায্য দান ঃ

- এই মহাবিদ্যালয় থেকে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের মাস এডুকেশন দপ্তর মারফত সরকারি অনুদান দেওয়া হয়।
- তফশিলি সম্প্রদায় ও তফশিলি আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জেলা শাসকের কার্যালয়ের সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়।

১। বিভিন্ন দাতা, সংস্থা তাঁদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে মেধাবী, দরিদ্র, মেধাবী-দরিদ্র কিংবা সংখ্যালঘুভুক্ত গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের অর্ধশতাধিক বৃত্তি, সাহায্য ও পুরস্কার দেওয়া হয়।

২। মহাবিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি মোট ছাত্র সংখ্যার দশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ এবং আরও দশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের হাফ ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ দিয়ে থাকেন। পূর্বতন সংসদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা হাফ-ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পাবার যোগ্য।

৩। মহাবিদ্যালয়ের বৃত্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাকি পড়লে সেই সময়ের জন্য তাদের বৃত্তি ও সাহায্যদান বন্ধ থাকবে।

৪। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের ঘোষণা মোতাবেক বৃত্তি ও সাহায্য যথা সময়ে নিতে হবে। বিজ্ঞাপিত সময়সীমার পরে ছাত্রছাত্রী অথবা অভিভাবকের কোন আবেদন বা দাবি বিবেচনা করা যাবে না। মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে এ বিষয়ে পৃথক বিজ্ঞপ্তি বা পত্রের মাধ্যমে কাউকে জানানো সম্ভব নয়।

৫। বৃত্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে সন্তোষজনক কারণ দেখিয়ে অধ্যক্ষের নিকট তাদের ছুটির দরখাস্ত করতে হবে। নতুবা তাদের বৃত্তি ও সাহায্যদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

অন্যান্য পরিষেবা

- কলেজে একটি কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার রয়েছে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীকে উপযুক্ত পেশার জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেবার চেষ্টা করা হয়। তবে স্বাভাবিকভাবেই এই পরিষেবার ফলের নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।
- নির্ধারিত ক্লাস ছাড়াও পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'রিমেডিয়াল কোচিং' এর ব্যবস্থা আছে।
- **SC,ST,OBC** ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ 'এন্ট্রি ইন্ সার্ভিস' কোচিং এর ব্যবস্থা আছে।
- **এন.এস.এস**
- এখানে জাতীয় সেবা প্রকল্প (National Service Scheme) -র দুটি ইউনিট রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এই ইউনিট দুটির মাধ্যমে বিভিন্ন সেবামূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে রয়েছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকেন্দ্র। এই কলেজে ভর্তির সুযোগ না পেলে অথবা অন্যান্য কারণে পঠন পাঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীরা এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই পাঠকেন্দ্রের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

কলেজ - প্রাক্তনী

বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই কলেজের প্রাক্তনী। কলেজে একটি প্রাক্তনী সভা রয়েছে। এই সভা কলেজের সাংস্কৃতিক ও পাঠ কেন্দ্রিক পরিমন্ডলের উন্নয়নে সচেষ্ট।

বিজ্ঞপ্তি বিষয়ক ঃ

১। মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সেগুলি নিয়মিত লক্ষ্য রাখা ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যকর্তব্য।

২। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নম্বর ও ফলাফল নোটিশ বোর্ডে জানানো হয়।

৩। মহাবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের বিভাগগুলির নোটিশ বোর্ডে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	সভাপতি	-	ডি. এম. নদীয়া
২।	সম্পাদক	-	অধ্যক্ষা
৩।	এক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার	-	পি. ডব্লু. সি. বি
৪।	সরকারি প্রতিনিধি	-	শ্রী অবনী মোহন জোয়ারদার এবং ড. বাসুদেব মন্ডল
৫।	কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি	-	প্রফেসর সুজাতা চৌধুরী এবং ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
৬।	শিক্ষক প্রতিনিধি	-	ড. পিন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়
৭।	কর্মী প্রতিনিধি	-	শূন্য
৮।	ছাত্র প্রতিনিধি	-	সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রসংসদ

● অধ্যক্ষা - প্রফেসর ড. জয়শ্রী রায় চৌধুরী

● বিভাগীয় অধ্যাপক মন্ডলী ●

● বাংলা

১। ড. স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় - অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
২। শ্রীমতি ইন্দ্রানী গোস্বামী - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩। ড. পঞ্চানন মন্ডল - ঐ
৪। শ্রীমতি দেবদুতি সরকার - ঐ
৫। শূন্য
৬। শূন্য

● ইংরেজি

১। শ্রীমতি রূপমালা সাহা- অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
২। ড. পুলকেশ ঘোষ - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩। শ্রীমতি অনিন্দিতা হালদার - ঐ
৪। শূন্য
৫। শূন্য
৬। শূন্য

● সংস্কৃত

১। শ্রীমতি সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় - অ্যাসিস্ট্যান্টপ্রফেসরএবং বিভাগীয়প্রধান
২। শ্রী পীতাম্বর নিরালা - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩। শ্রীমতি মৌমিতা মন্ডল - ঐ
৪। শূন্য
৫। শ্রী সিরাজুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,আংশিক সময়ের জন্য)
৬। শ্রীমতি অনামিকা অধিকারী, এম. ফিল, (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)

● রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১। শ্রীমতি পূজা গুরুং -অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
২। শ্রী আশিস মিস্ত্রী - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩। ড. অনিল কুমার বিশ্বাস - On lien
৪। শূন্য

● অর্থনীতি

১। ড. অনুপম চক্রবর্তী - অ্যাসোঃ প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
২। শ্রী জয়জিৎ ধর, - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩। শ্রী পরাগ চন্দ্র - ঐ
৪। শ্রী অরিন্দম জানা, এম. ফিল - ঐ

● দর্শনশাস্ত্র

১। ড. শ্রীমতি মুখোপাধ্যায় - অ্যাসি. প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
২। ড. সুস্মিতা ভট্টাচার্য্য - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩। শ্রীমতি স্বাতী ভট্টাচার্য্য - ঐ
৪। শ্রীমতি এধা চক্রবর্তী - ঐ
৫। শূন্য
৬। শূন্য
৭। শ্রী নবকুমার নন্দী (অতিথি অধ্যাপক)
৮। শ্রী মৃণালকান্তি চক্রবর্তী ”
৯। শ্রী দীপক কুমার বাগচী ”

● ইতিহাস

১। ড. জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় - অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
২। ড. চৈতালী চৌধুরী - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩। শ্রী অঞ্জন সাহা - ঐ
৪। শ্রীমতি সংযুক্তা সান্যাল - ঐ
৫। ড. শামিম ফিরদৌস - ঐ (On lien)
৬। শ্রীমতি স্বাগতা দে (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
৭। শ্রী রণজিৎ নন্দী (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
৮। শ্রী তীর্থ সরকার - ঐ

● রাশিবিজ্ঞান

১। শ্রী সুব্রত রানা - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
২। শ্রী গৌতম বর্মন - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

● গণিত

১। প্রফেসর পদ – শূন্য
২। শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
৩। ড. মণিশংকর মন্ডল - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪। ড. গোপাল দাস - ঐ
৫। ড. সুজিত ঘোষ - ঐ
৬। শূন্য
৭। আলি আকবর সেখ, এম.ফিল (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

● রসায়ন

১। ড. তিস্তা দাশগুপ্ত (ভট্টাচার্য্য) - অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
২। ড. শোভন নিয়োগী - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩। শ্রী ঘনশ্যাম রায় - ঐ
৪। ড. তপতী মল্লিক - ঐ
৫। ড. অজন্তা মুখার্জী - ঐ
৬। ড. দেবজ্যোতি সাহা - ঐ
৭। শ্রী অশ্বিনী নস্কর - ঐ
৮। শূন্য

● পদার্থবিজ্ঞান

১। প্রফেসর পদ - শূন্য
২। ড. শুভাশিস চক্রবর্ত্তী - অ্যাসোঃ প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
৩। শ্রী উজ্জ্বল দাস - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪। শ্রী বিশ্বজিৎ পাল - ঐ
৫। শ্রী নির্মলেন্দু হুই - ঐ
৬। শ্রী শুভদীপ নাথ - ঐ
৭। শূন্য
৮। ড. হিরন্ময় পাল, (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

● উদ্ভিদবিজ্ঞান

১। ড. সৌমেন ভট্টাচার্য্য - On lien
২। ড. সমীর কুমার পাল - অ্যাসিঃ প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
৩। ড. পিন্টু ব্যানার্জী - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪। ড. অশোক ঘোষ - ঐ
৫। ড. শর্মিষ্ঠা মাইতি - ঐ
৬। ড. ঋতুপর্না কুন্ডু চৌধুরী - ঐ
৭। ড. সৌমিত্র পাল - ঐ
৮। শ্রীমতি সোমাঞ্জনা খাটুয়া - ঐ

● প্রাণিবিজ্ঞান

১। ড. জয়তী ঘোষ - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
২। শ্রীমতি আইভি কুন্ডু - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৩। শ্রী সুজিত কুমার ভাওয়াল - ঐ
৪। ড. সুমনা দাস - ঐ
৫। ড. বাঁসুলী মৈত্র - ঐ
৬। শ্রী চন্দন সরকার - ঐ
৭। শূন্য
৮। ড. সুমনা মুখার্জী তরফদার - (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
৯। প্রফেসর (ড.) চিত্তরঞ্জন সাহু - (অতিথি অধ্যাপক)
১০। ড. কমলেশ মিশ্র (অতিথি অধ্যাপক)
১১। প্রফেসর (ড.) মধুসূদন ঘোষাল - ঐ

● শারীরবিজ্ঞান

১। প্রফেসর পদ - শূন্য
২। ড. ইন্দ্রানী চক্রবর্তী - অ্যাসোঃ প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
৩। ড. দীপক দাস - অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
৪। শ্রী কুন্তল গুপ্ত - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৫। ড. শর্মিষ্ঠা চন্দ - ঐ
৬। ড. অচিন্ত্যমোহন গোস্বামী- ঐ
৭। শূন্য

● ভূগোল

১। ড. জয়শ্রী রায় চৌধুরী - প্রফেসর (অধ্যক্ষা)
২। ড. লীলা মাহাতো - অ্যাসোঃ প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
৩। শ্রীমতি পারমিতা রায়চৌধুরী - অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
৪। শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা দাস - ঐ
৫। ড. বলাইচন্দ্র দাস - ঐ
৬। ড. অয়ন দাশগুপ্ত - ঐ
৭। ড. রাজশ্রী দাশগুপ্ত - ঐ
৮। শ্রীমতি সুরধুনী ঘোষ - ঐ
৯। শ্রীমতি তনুকা দে - ঐ
১০। মহ. ইস্রাফিল ধাবক -(আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
১১। শ্রীমতি কৌস্তভী মৈত্র -(আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
১২। ড. ভাস্কর সামন্ত -(আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
১৩। শ্রীমতি পায়েল ভট্টাচার্য্য -(আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)

● শারীরশিক্ষণ

১। শূন্য
২। শূন্য

● গ্রন্থাগার

১। শ্রী নির্মলেন্দু শাখারু - গ্রন্থাগারিক
২। শূন্য
৩। শূন্য

● কার্যালয়ের কর্মিবৃন্দ

১। হেডক্লার্ক – শূন্য
২। শ্রীমতি গৌরী বাগচী – ইউ.ডি.সি
৩। অ্যাকাউন্ট্যান্ট – শূন্য
৪। অ্যাকাউন্ট্যান্ট – শূন্য
৫। শ্রী অরিজিৎ বিশ্বাস – ইউ.ডি.সি
৬। শ্রী দেবব্রত মন্ডল – ক্যাশিয়ার
৭। জয়িতা ঘোষ – এল. ডি. সি

৮। শ্রী কাজল সাহা – স্টোরকিপার
৯। এল. ডি. সি – শূন্য
১০। এল. ডি. সি – শূন্য
১১। টাইপিস্ট – শূন্য
১২। ক্যাশ-সরকার – শূন্য

● কার্যালয়ের গ্রুপ-ডি কর্মিবৃন্দ

১। শ্রী সুকুমার হালদার – গ্রুপ-ডি
২। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৩। শ্রী সুভাষ পাড়ুই – গ্রুপ-ডি
৪। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৫। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৬। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৭। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৮। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৯। গ্রুপ -ডি – শূন্য
১০। গ্রুপ -ডি – শূন্য
১১। গ্রুপ -ডি – শূন্য
১২। শ্রী নিতাই আচার্য্য – গ্রুপ-ডি
১৩। শ্রী সুরেন্দ্র মাহাতো – গ্রুপ-ডি
১৪। শ্রী তপন হাঁড়ি – গ্রুপ-ডি
১৫। শ্রী রবি জমাদার – গ্রুপ-ডি
১৬। শ্রীমতি ঋতু দাস – গ্রুপ-ডি

● বিভিন্ন বিভাগের কর্মিবৃন্দ ●

● রসায়ন বিভাগ

১। শ্রী গোপাল মাঝি – কম্পাউন্ডার (গ্রুপ-সি)
২। শ্রী অতনু ঘোষ – গ্রুপ-ডি
৩। শ্রী সুকুমার দাস – গ্রুপ-ডি
৪। শ্রী শ্যামল ঘোষ – গ্রুপ-ডি
৫। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৬। গ্রুপ -ডি – শূন্য

● পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

১। খোয়াজা মইনুল হক – ইন্সট্রুমেন্টকিপার (গ্রুপ-সি)
২। মেকানিক (গ্রুপ-সি) – শূন্য
৩। শ্রী কাশী কুমার দাস – গ্রুপ-ডি
৪। শ্রী স্বপন ব্যানার্জী – গ্রুপ-ডি
৫। গ্রুপ-ডি – শূন্য
৬। গ্রুপ-ডি – শূন্য

● উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

১। শ্রী ফটিক চন্দ্র পাল – গ্রুপ-ডি
২। শ্রী বিমল কুমার দাস – গ্রুপ-ডি
৩। স্কিল্ড বেয়ারার – শূন্য

● প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ

১। শ্রী দিলীপ কুমার বোস – গ্রুপ-ডি
২। গ্রুপ-ডি – শূন্য
৩। গ্রুপ-ডি – শূন্য
৪। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৫। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৬। শ্রী সীতারাম দাস – গ্রুপ-ডি

● শারীরবিজ্ঞান বিভাগ

১। ল্যাবরেটরি অ্যাসিট্যান্ট (গ্রুপ-সি) – শূন্য
২। ল্যাবরেটরি অ্যাসিট্যান্ট (গ্রুপ-সি) – শূন্য
৩। শ্রী বিজয় সর্দার – গ্রুপ-ডি
৪। গ্রুপ -ডি – শূন্য

● ভূগোল বিভাগ

১। শ্রী নির্মলকুমার সাহা – গ্রুপ-ডি

● বাংলা বিভাগ + গণিত বিভাগ

১। শ্রী মঙ্গল কর্মকার – গ্রুপ-ডি

● গ্রন্থাগার বিভাগ

১। শ্রী শক্তিপদ রায় – গ্রুপ-ডি
২। শ্রীমতি শ্রাবণী সেনগুপ্ত – গ্রুপ-ডি
৩। মোঃ নিজামউদ্দিন সেখ – গ্রুপ-ডি
৪। গ্রুপ -ডি – শূন্য

● নৈশপ্রহরী

১। শ্রী পতিতপাবন সরকার – গ্রুপ-ডি
২। শ্রী অজিতকুমার কীর্তনীয়া – গ্রুপ-ডি
৩। শ্রী সতীশ সর্দার – গ্রুপ-ডি

● **পুরাতন হিন্দু ছাত্রাবাস**

১। শ্রী রামচন্দ্র রায়

২। শ্রী পশুপতি বিশ্বাস

৩। শ্রী বলরাম সরকার

৪। শূন্য

● **নতুন হিন্দু ছাত্রাবাস**

১। শ্রী অভিজিৎ দাস

২। শ্রী পরিমল তালুকদার

৩। শ্রী পরিমল দাস

৪। শূন্য

ছাত্রসংসদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ছাত্রসংসদ গঠিত হয়। এই নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্তি স্বীকৃত হয় না। ছাত্রসংসদ প্রতি বৎসর কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করে এবং দায়িত্বের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের কমনরুম, নানরকম খেলাধূলা ও বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে থাকে।

পাশাপাশি রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ, কলেজ প্রাঙ্গণের সবুজরক্ষা ও জঞ্জাল দূরীকরণসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

এছাড়া ছাত্রসংসদের উদ্যোগে নবীনবরণ, শিক্ষকদিবস পালন, পাঠচক্রের অন্তর্গত আবৃত্তি, সঙ্গীত, ক্যুইজ, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক ভাষণসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

ছাত্রসংসদ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ

- সভানেত্রী – প্রফেসর ড. জয়শ্রী রায় চৌধুরী
- সহ সভাপতি – বিশ্বজিৎ ঘোষ
- উপ সহ সভাপতি – পিন্টু ঘোষ
- সাধারণ সম্পাদক – অমিয় ঘোষ
- সহ সাধারণ সম্পাদক – সুরজিৎ ঘোষ
- পাঠচক্র সম্পাদক – কৃষ্ণ হাঁসদা
- সাংস্কৃতিক সম্পাদক – অরিন্দম ঘোষ
- কমনরুম সম্পাদক (ছাত্র) – সাকিল উর রহমান সেখ
- কমনরুম সম্পাদিকা (ছাত্রী) – অনামিকা চুনারী
- পত্রিকা সম্পাদক – শুভঙ্কর ঘোষ
- ক্রীড়া সম্পাদক – শুভ রায়
- যুগ্ম এন.এস.এস সম্পাদক – সোমেন দত্ত এবং ধীমান মণ্ডল
- হিসাবরক্ষক – প্রণয় হালদার

প্রফেসর ড. জয়শ্রী রায় চৌধুরী
অধ্যক্ষা
কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

ভর্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

১। শুধুমাত্র Online পদ্ধতির মাধ্যমে আবেদন করা যাবে।

২। আবেদনকারীকে ভর্তির ফর্ম ফিলাপের সময় email id দিতে হবে। আবেদনকারীর ব্যক্তিগত email id আবশ্যিক আবেদনপত্র ফিলাপের জন্য।

৩। অনার্স এবং জেনারেল বিষয়ে ভর্তির জন্য পৃথক পৃথক ফর্মে আবেদন করতে হবে।

৪। Honours Subject এর জন্য একটি ফর্মের মধ্যে তিনটি অনার্স বিষয়ে আবেদন করতে পারবে।

৫। Name of the Applicant (in block letter) মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড অনুযায়ী পূরণ করতে হবে।

৬। Category : Please Select জেনারেল (General), তফশিলি সম্প্রদায় (SC), তফশিলি অধিবাসী (ST), প্রতিবন্ধি (PH), OBC (A), OBC (B)।

৭। Date of Birth : মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড অনুযায়ী পূরণ করতে হবে।

৮। Council/Board/University : বি.এ., বি.এস.সি. ভর্তির ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিল অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার বোর্ডের নাম লিখতে হবে।

৯। Year of Passing (last qualifying Exam) : বি.এ., বি.এস.সি. -এর ক্ষেত্রে শেষ যে পরীক্ষায় (উচ্চমাধ্যমিক বা সমপর্যায়ভুক্ত) উত্তীর্ন হওয়ার বৎসর লিখতে হবে।

১০। Marks Aggregate in H.S. or Equivalent Exam : উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষায় Best 5 Subjects এর নম্বরকে Aggregate Marks ধরতে হবে এবং ৫০০-র মধ্যে শতকরা হার নির্নয় করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলা বিষয় হিসাবে না থাকলে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে Alternative English নিতে হবে।

১১। প্রতি ক্লাসের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য কঠোরভাবে মনোনীত করা হয়।

১২। স্নাতক স্তরে সাম্মানিক ও সাধারণ পাঠক্রমে ভর্তি অনলাইনের মাধ্যমে করা হবে। প্রথম কাউন্সেলিংয়ের পরে বিভিন্ন বিষয়ে আসন শূন্য থাকলে মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে পরবর্তী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে হবে।

১৩। ভোকেশনাল স্ট্রিমে উচ্চ মাধ্যমিক (10+2) পাশ ছাত্রছাত্রী অনার্স পাঠক্রমে ভর্তি হতে পারবে না। ভোকেশনাল স্ট্রিম বা বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের পি-বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কেবলমাত্র জেনারেল কোর্সে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে।

১৪। উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষায় বর্তমান বৎসরের পূর্বে উত্তীর্ণ হলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে বৎসর পিছু ২% নম্বর বাদ যাবে।

১৫। ২০১৫ সালে বি. এ. / বি. এসসি. প্রথমবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা গণ্য হবে না।

১৬। অন্য কোথাও ভর্তি হয়ে থাকলে এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের সাময়িকভাবে (Provisionally) ভর্তি করে নেওয়া হবে। এরপর সাত দিনের মধ্যে পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট অথবা অ্যাডমিশন ক্যানসেলেশন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। অন্যথায় সেই ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।

১৭। ভর্তির আবেদনপত্রের তথ্য গোপন করলে বা ভুল তথ্য দিলে যে কোনো সময় যে কোনো আবেদনপত্র বা ভর্তি বাতিল করবার অধিকার কলেজ কর্তৃপক্ষের থাকবে। ভর্তির বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সমস্ত ভর্তিই সাময়িক।

Online -এ ভর্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

অনলাইনে আবেদন করার নির্দেশাবলী ঃ-

১। আবেদন করার জন্য সকল প্রার্থীর নিজস্ব email id থাকা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় অনলাইন ভর্তির আবেদপত্র জমা দেওয়া যাবে না।
২। কলেজ ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া Online Form -এ আবেদন করতে হবে।
৩। College Website : www.krishnagargovtcollege.org
৪। Click করতে হবে 'Click here for online submission of application form' এর উপরে।
৫। অনার্স কোর্সে আবেদনের জন্য একটি Application form এ তিনটি বিষয়ে আবেদন করা যাবে।
৬। জেনারেল বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে (কলা বিভাগ, পিওর সায়েন্স এবং বায়ো সায়েন্স) প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক ভাবে আবেদন করতে হবে।
৭। Application Form এর মূল্য- ₹ -১৫০ টাকা (অনার্সের ফর্মের জন্য)। ₹ - ১০০ টাকা (জেনারেল ফর্মের জন্য)। টাকা জমা নেওয়া হবে United Bank of India (UBI) -র বিভিন্ন শাখায় অথবা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/নেট ব্যাঙ্কিং এর মাধ্যমে অনলাইনে জমা দেওয়া যাবে।
৮। Application Form এর সাথে তিন কপি চালান সংযুক্ত থাকবে। প্রত্যেক আবেদনকারী তিনটি কপির প্রিন্ট আউট নিয়ে UBI এর শাখায় নিয়ে গেলে টাকা জমা নেওয়া হবে।
৯। অনলাইনে টাকা জমা করলে রসিদ অনলাইনে পাওয়া যাবে।
১০। ভেরিফিকেশনের সময় ব্যাঙ্কের শীলমোহর যুক্ত চালানের কলেজ কপি কলেজে জমা দিতে হবে।
১১। ভেরিফিকেশনের সময় জমা দেওয়া আবেদন পত্রের দুটি প্রিন্ট আউট আনতে হবে।

বিঃ দ্রঃ- Provisional Merit List নির্দিষ্ট সময়ে কলেজের ওয়েবসাইট এবং কলেজের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। Provisional Merit List এ কোনোরকম ভুল থাকলে তা কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর কোনোরকম ভুল সংশোধনের আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না।

।। অনলাইন ভর্তির প্রক্রিয়া ।।

ভর্তির সময় মেধা তালিকাভুক্ত প্রার্থীকে যে সমস্ত নিদর্শনপত্র (Document) সঙ্গে আনতে হবে।

১। Online -এ জমা দেওয়া মূল আবেদন পত্রের একটি প্রিন্ট আউট জমা দিতে হবে ভর্তির সময়। তার মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে প্রার্থীর একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি Paste করে দিতে হবে। এছাড়াও প্রার্থীকে তার নিজের আরেক কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো নিয়ে আসতে হবে।
২। আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে প্রার্থী এবং তার অভিভাবকের স্বাক্ষর করে আনতে হবে।
৩। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার মূল (Original) মার্কশিট এবং তার প্রত্যয়িত জেরক্স কপি আনতে হবে।
৪। জন্মতারিখ জ্ঞাপক মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল (Original) অ্যাডমিড কার্ড এবং তার প্রত্যয়িত জেরক্স কপি আনতে হবে।
৫। উপরের সব Original Document ভেরিফিকেশনের সময় কলেজে আনতে হবে।
৬। তফশিলি সম্প্রদায়, তফশিলি আদিবাসী, OBC A ও OBC B এর ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল প্রমানপত্র DM অথবা SDO এর কাছ থেকে আনতে হবে। প্রতিবন্ধি ও খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল (Original) প্রমাণপত্র এবং তার প্রত্যয়িত জেরক্স কপি আনতে হবে।
৭। পারিবারিক আয় সংক্রান্ত মূল (Original) শংসাপত্র এবং তার প্রত্যয়িত জেরক্স কপি আনতে হবে।
৮। ভর্তির Fee বাবদ তথ্য পরবর্তীতে জানানো হবে।
৯। UBI এর দ্বারা শীলমোহর করা চালানের A) Candidate Copy এবং B) College Copy আনতে হবে।

ভেরিফিকেশনের সময় যদি কোন ভুল পাওয়া যায় তবে প্রার্থীর ভর্তি বাতিল হবে, কোন অর্থ ফেরত দেওয়া হবে না এবং আসনটি শূন্য বলে গন্য হবে।

সাহায্যকারী নম্বর - ব্যাঙ্ক - ৯৪৩৩৬৭৯০১০ ওয়েবসাইট - ৯৮০০০০৪০৩৬

EXCERPTS FROM UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENANCE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

RAGGING MEANS THE FOLLOWING :

ANY DISORDERLY CONDUCT WHETHER BY WORDS SPOKEN OR WRITTEN OR BY AN ACT WHICH HAS THE EFFECT OF TEASING, TREATING OR HANDLING WITH RUDENESS ANY OTHER STUDENT, INDULGING IN ROWDY OR UNDISCIPLINED ACTIVITIES WHICH CAUSES OR IS LIKELY TO CAUSE ANNOYANCE, HARDSHIP OR PSYCHOLOGICAL HARM OR TO RAISE FEAR OR APPREHENSION THEREOF IN A FRESHER OR A JUNIOR STUDENT OR ASKING THE STUDENTS TO DO ANY ACT OR PERFORM SOMETHING WHICH SUCH STUDENT WILL NOT IN THE ORDINARY COURSE AND WHICH HAS THE EFFECT OF CAUSING OR GENERATING A SENSE OF SHAME OR EMBARRASSMENT SO AS TO ADVERSELY AFFECT THE PHYSIQUE OR PSYCHE OF A FRESHER OR A JUNIOR STUDENT.

PUNISHMENTS : AT THE INSTITUTION LEVEL :

DEPENDING UPON THE NATURE AND GRAVITY OF THE OFFENCE AS ESTABLISHED BY THE ANTI RAGGING COMMITTEE OF THE INSTITUTION, THE POSSIBLE PUNISHMENTS FOR THOSE FOUND GUILTY OF RAGGING AT THE INSTITUTION LEVEL SHALL BE ANY ONE OR ANY COMBINATION OF THE FOLLOWING :

- ***CANCELLATION OF ADMISSION***
- ***SUSPENSION FROM ATTENDING CLASSES***
- ***WITHHOLDING / WITHDRAWING SCHOLARSHIP/ FELLOWSHIP AND OTHER BENEFITS***
- ***DEBARRING FROM APPEARING IN ANY TEST/ EXAMINATION OR OTHER EVALUATION PROCESS***
- ***WITH HOLDING RESULTS***
- ***DEBARRING FROM REPRESENTING THE INSTITUTION IN ANY REGIONAL,NATIONAL OR INTERNATIONAL MEET, TOURNAMENT, YOUTH FESTIVAL, ETC,***
- ***SUSPENSION / EXPULSION FROM THE HOSTEL***
- ***RUSTICATION FROM THE INSTITUTION FOR PERIOD RAGGING FROM 1 TO 4 SEMESTERS***
- ***EXPULSION FROM THE INSTITUTION AND CONSEQUENT DEBARRING FROM ADMISSION TO ANY OTHER INSTITUTION***
- ***FINE OF RUPEES 25,000/-***

COLLECTIVE PUNISHMENT : WHEN THE PERSONS COMMITTING OR ABETTING THE CRIME OF RAGGING ARE NOT IDENTIFIED, THE INSTITUTION SHALL RESORT TO COLLECTIVE PUNISHMENT AS A DETERRENT TO ENSURE COMMUNITY PRESSURE ON THE POTENTIAL RAGGERS.

NAAC Peer Team in Physiology Laboratory

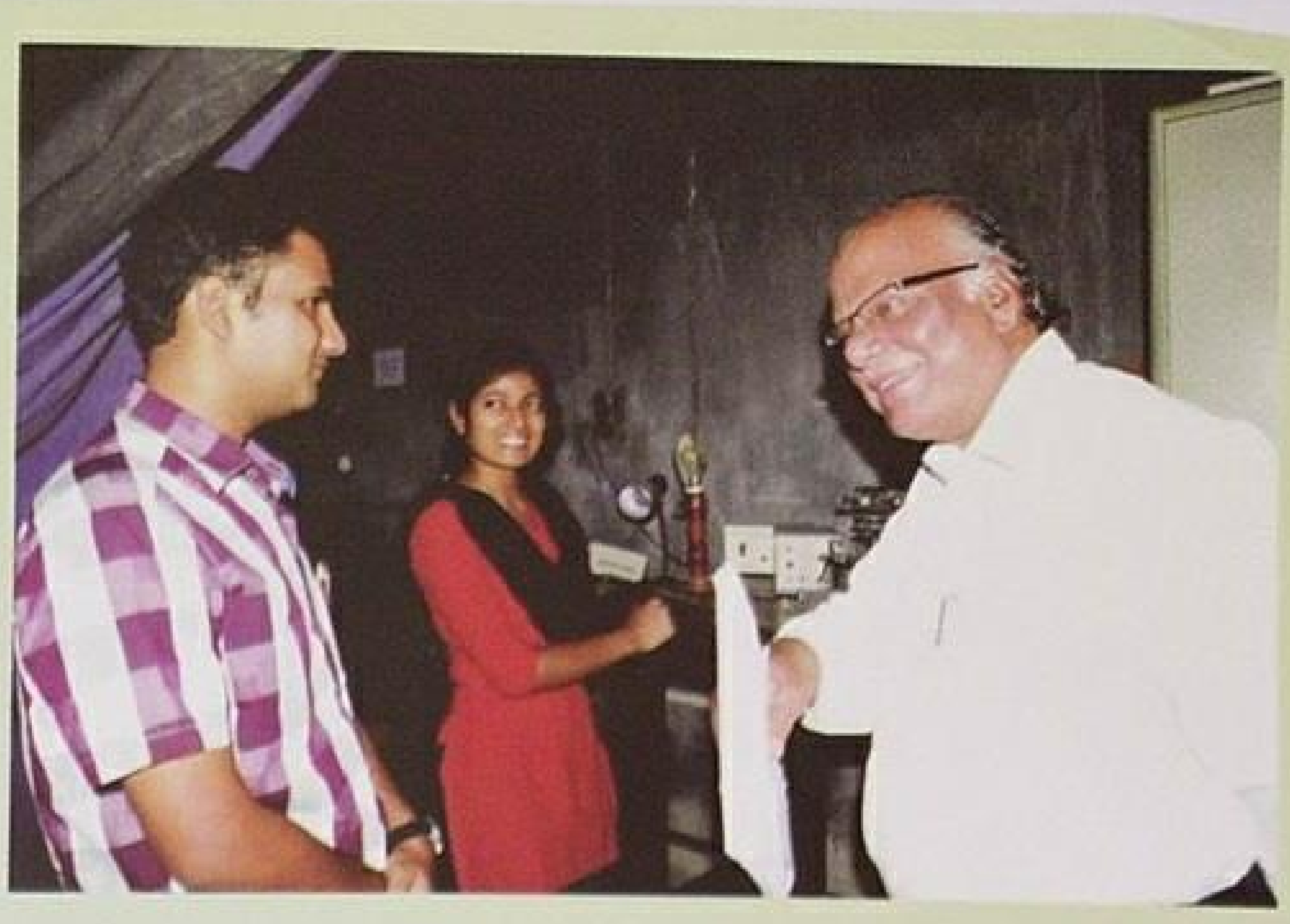

NAAC Peer Team in Physics Laboratory

NAAC Peer Team in Department of Zoology

NAAC Peer Team in Department of Geography

NAAC Peer Team in front of Department of Bengali

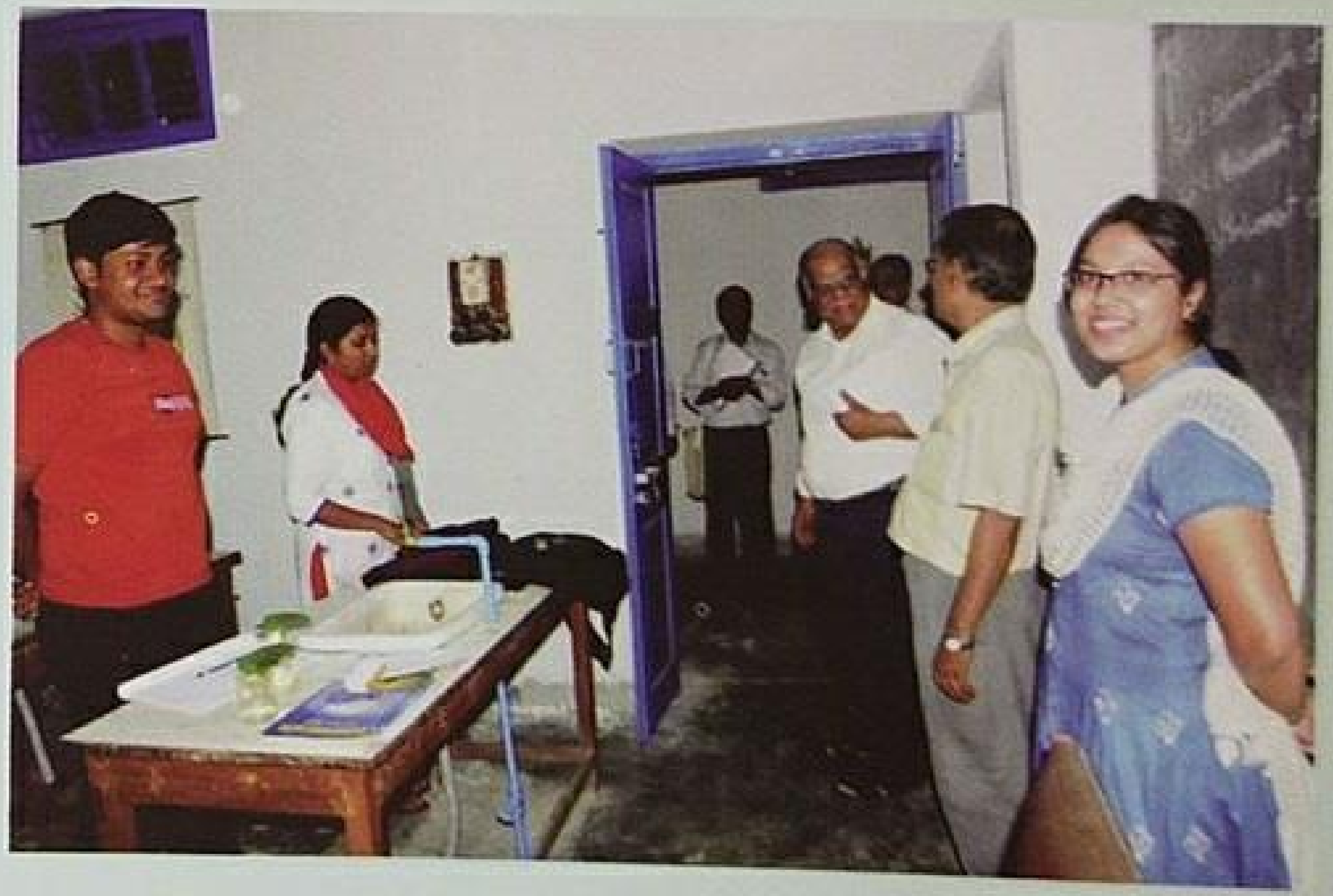

NAAC Peer Team in Department of Botany

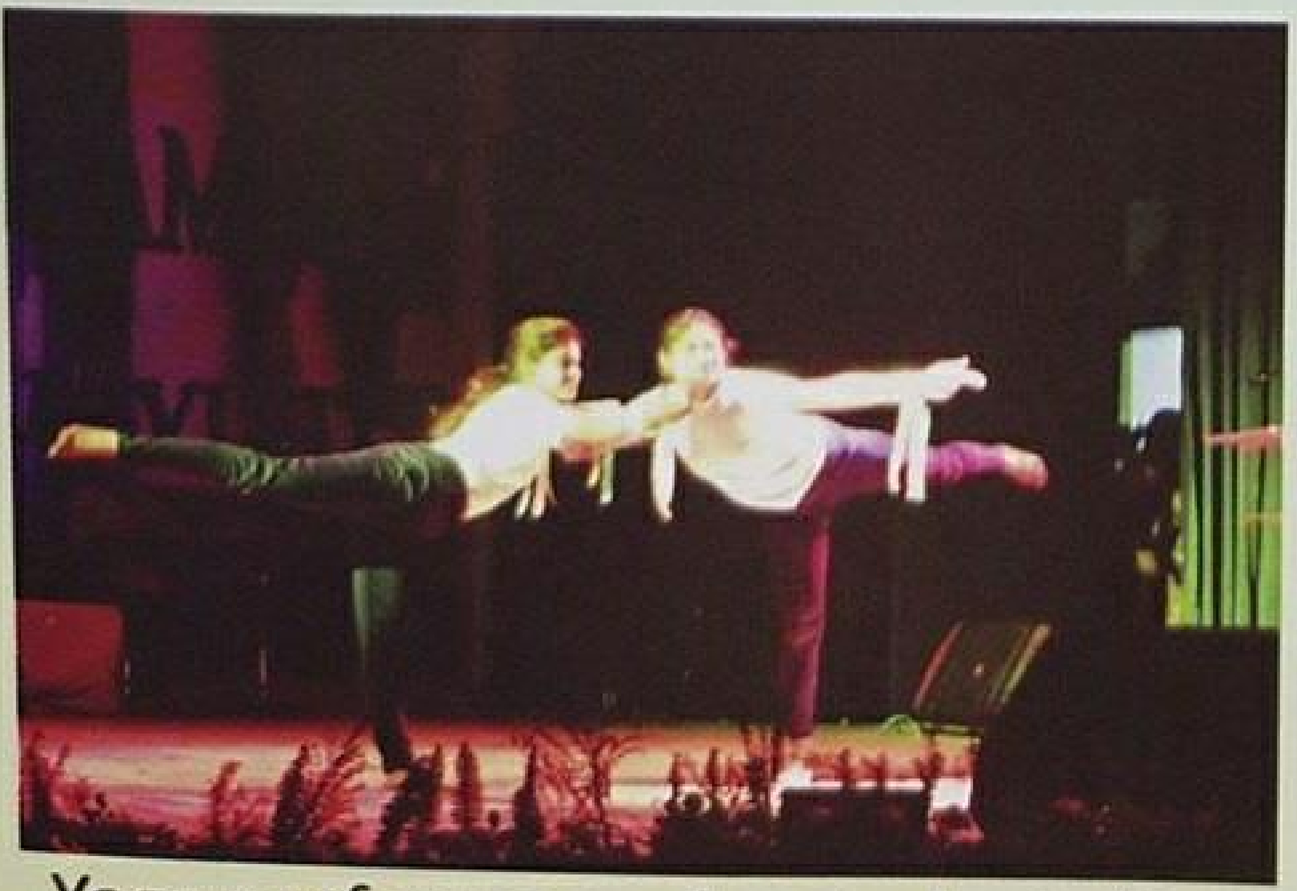

Yoga performance by students for NAAC Peer Team

Dance performance by students for NAAC Peer Team

NAAC Peer Team in Department of Chemistry

NAAC Peer Team watching the presentation of Department of Philosophy

NAAC Peer Team watching the presentation of Department of History

NAAC Peer Team visiting Old Hindu Hostel of the college

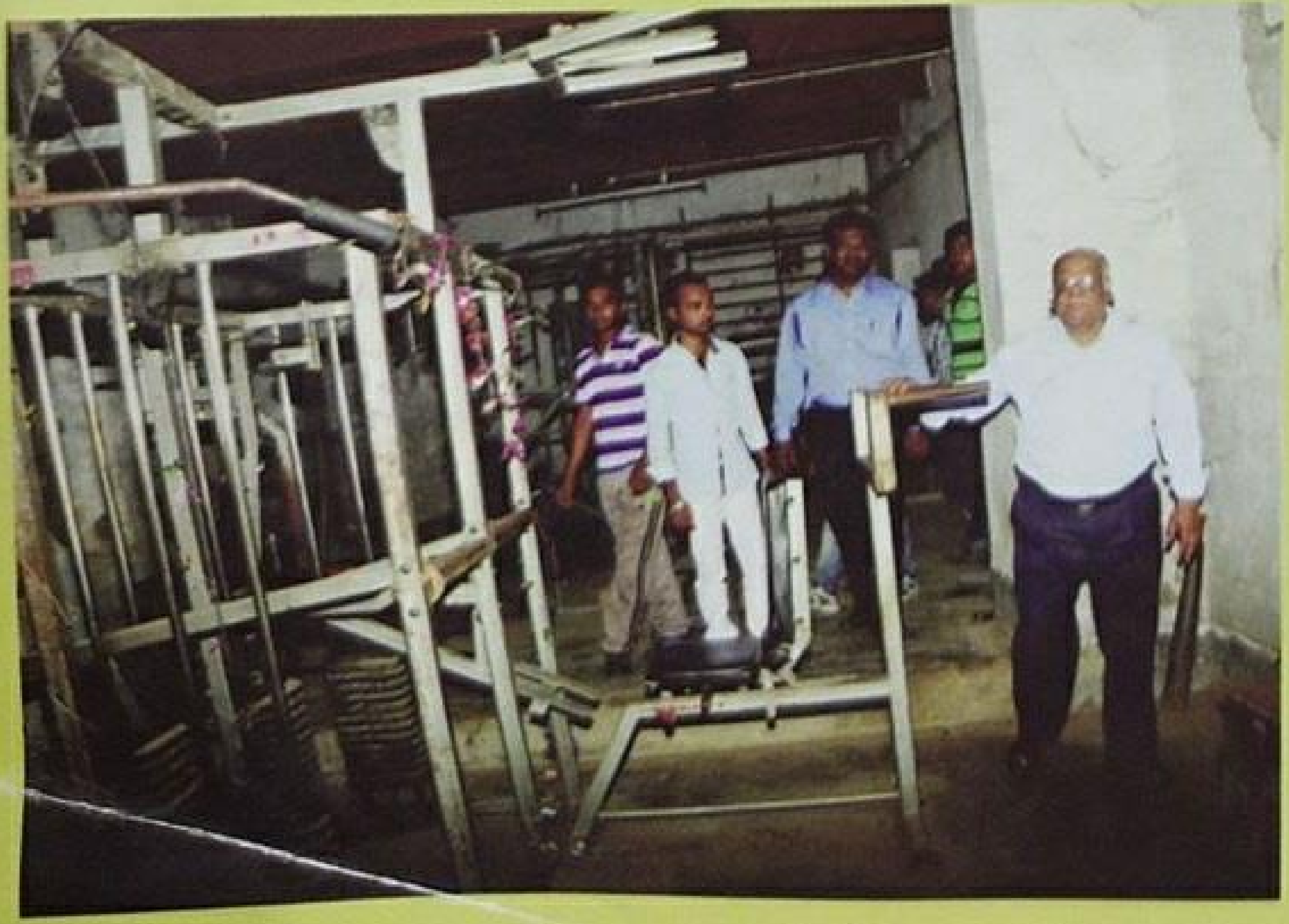

NAAC Peer Team visiting the boys` gymnasium

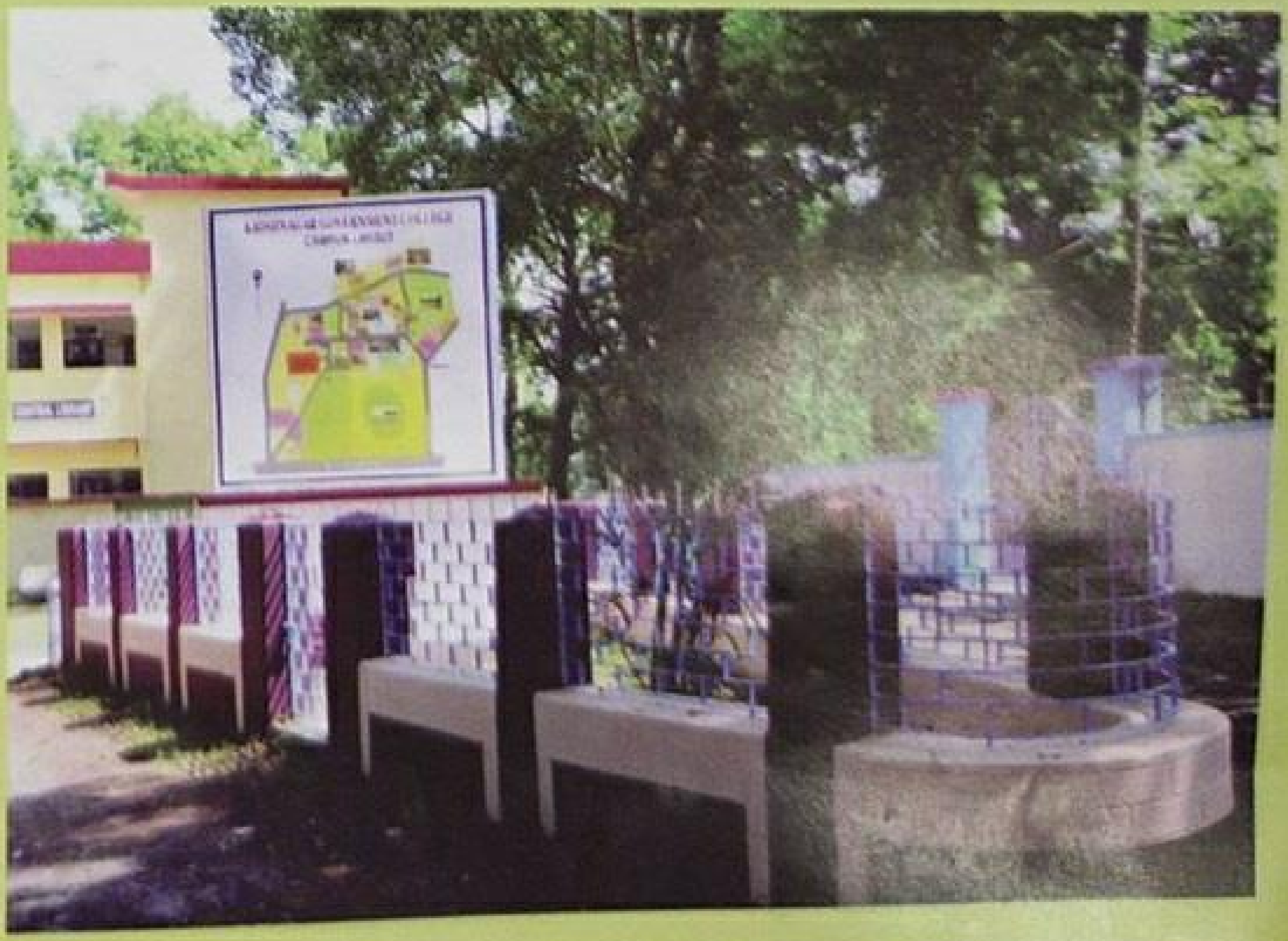

College site plan